মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় যৌতুকের জন্য গৃহবধু সোনিয়া আক্তারকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৬ অগাস্ট ২০১১ সন্ধ্যার পর গৃহবধু সোনিয়া আক্তারকে (২০) তাঁর স্বামী রাকিব (২৪) শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে বলে অভিযোগে প্রকাশ। সোনিয়ার বাবা শেখ হালেম বাদী হয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সিরাজদিখান থানার এসআই শফিকুল ইসলাম মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১১/৯/১১ তারিখে এসআই শফিকুল ইসলাম রাত ১২:৩০ টায় রাকিবকে গ্রেপ্তার করেন। মামলার তদন্তাকারী কর্মকর্তা এসআই শফিকুল ইসলাম মামলার চার্জসীট ৩০/৯/১১ তারিখে আদালতে দাখিল করেন।

অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধানী করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্মীয় স্বজন
- অভিযুক্তের বড় ভাই
- ভিকটিম এর এলাকার চেয়ারম্যান এবং মহিলা ইউপি সদস্য
- পুলিশ কর্মকর্তা
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার

শেখ হালেম (৪৮), সোনিয়ার বাবা

শেখ হালেম অধিকারকে বলেন, তাঁর মেয়ে সোনিয়া আক্তার সংসারের অভাব অনটনের কারণে গার্মেন্টস এ কাজ করতো। গার্মেন্টস এ কাজ করার সময় রাকিব এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । ২১ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে রাকিবের সঙ্গে সোনিয়া আক্তারের ২,০০,০০০ টাকা দেনমোহর এ বিয়ে হয়। বিয়ের পর রাকিব সোনিয়াকে নিয়ে নিজ বাড়ি সিরাজদিখান উপজেলার ভূঁইরা গ্রামে বড়ভাই দ্বীন ইসলামের (২৫) সঙ্গে থাকত। বিয়ের কয়েকদিন পর থেকেই রাকিব সোনিয়ার বাবা মার কাছে যৌতুকের দাবী করতে থাকে। রাকিব নতুন ঘর তুলে দেয়ার জন্য টাকা এবং টেলিভিশন, খাট ও আসবাবপত্র কিনে দেয়ার জন্য সোনিয়াকে বলে। সোনিয়া তখন তার বাবা, মাকে যৌতুকের বিষয়টি জানায়। কিন্তু সোনিয়ার বাবা শেখ হালেম যৌতুক দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এর ফলে রাকিব সোনিয়াকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। রাকিবের প্রতিবেশী শাহাদাত সোনিয়ার মাকে মোবাইল ফোনে সোনিয়াকে রাকিব মারধর করেছে বলে খবর দেয়। তখন সোনিয়ার মা মোবাইল ফোনে সোনিয়াকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সোনিয়া মারধরের ব্যাপার স্বীকার করে এবং

বিস্তারিত জানায় । এরপর তাঁরা সোনিয়াকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাকিবের বাড়ীতে যান। কিন্তু রাকিব সোনিয়াকে তাঁদের সঙ্গে আসতে দেয়নি।

শেখ হালেম বলেন, তিনি নিজ বাড়ি বন্ধক রেখে ৩৬০০০ টাকা রাকিবকে ঘর তোলার জন্য দেন। এর কিছুদিন পর রাকিব খাট বানানোর জন্য ১৫,০০০ টাকা দাবী করলে সোনিয়ার মা ১০,০০০ টাকা তাকে দেন। রাকিব ৩০ জুলাই ২০১১ তারিখে পুনরায় ৫০০০ টাকা দাবী করলে সোনিয়ার মা গোপনে ২০০০ টাকা রাকিবকে দেন।

৬ অগাস্ট ২০১১ আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.০০ টায় সোনিয়ার মা মিনু বেগমকে রাকিবের বড় ভাই দ্বীন ইসলাম ফোনে জানায় সোনিয়া মাথা ঘুরে পড়ে গেছে আপনারা আসুন এই বলে সে মোবাইলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখনই তিনি, সোনিয়ার মা ও সোনিয়ার চাচাতো ভাই আরিফ রওনা দেন এবং আনুমানিক ৯.৩০ টায় রাকিবের বাড়িতে পৌঁছান।

সেখানে গিয়ে দ্বীন ইসলাম ও দ্বীন ইসলামের স্ত্রী মহিমা আক্তার এর কাছ থেকে তাঁরা জানতে পারেন সোনিয়া সন্ধ্যার পর ঘরে দরজা বন্ধ করে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। দ্বীন ইসলাম তাঁদের আরো জানায় সে নিজে লাশ নামিয়েছে।

আনুমানিক রাত ১১.০০ টায় তিনি সোনিয়ার চাচাতো ভাই আরিফ ও সোহাগকে নিয়ে সিরাজদিখান থানায় গিয়ে বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ তাঁদের পরের দিন ৭ অগাস্ট ২০১১ তারিখ সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে এবং সকালে লাশ দেখে তারপর মামলা হবে বলে তাঁদের জানায়। পরের দিন সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তিনি, সিরাজদিখান থানার ওসি মাহবুবুর রহমান, এসআই শফিকুল ইসলাম এবং মহিলা মেম্বার মেহেরুননেছাকে সঙ্গে নিয়ে রাকিবের বাড়িতে যান। তাঁরা দেখতে পান সোনিয়াকে ঘরের মধ্যে খাটে গায়ে কাঁথা দিয়ে শোয়ানো আছে। তাঁর চোখ মুখ স্বাভাবিক ছিল তবে কন্ঠনালীর দুপাশে কালো দুটি দাগ ছিল। শেখ হালেম বলেন, সোনিয়া গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। আর সোনিয়াকে দেখে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে মারা যাওয়ার মত মনে হয়নি। তিনি বলেন, যৌতুকের জন্য রাকিবসহ পরিবারের লোকজন গলায় ওড়না পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে আত্মহত্যার কথা প্রচার করছে।

সোনিয়ার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে সিরাজদিখান থানার এসআই শফিকুল ইসলাম এবং ওসি মাহবুবুর রহমান সকলের উপস্থিতিতে সোনিয়ার লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এসআই শফিকুল ইসলাম মামলা করার পরামর্শ দিয়ে লাশটি ১১.০০টার দিকে থানায় নিয়ে যান। ৭ অগাস্ট ২০১১ তারিখে দুপুর ১.১৫ মিনিটে শেখ হালেম বাদী হয়ে রাকিবকে আসামী করে সিরাজদিখান থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার নং: ৯, তারিখ:৭.৮.২০১১, ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ (সংশোধনী) ২০০৩ এর ১১(ক) যৌতুকের দাবীতে স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধ । কিন্তু ঘটনার বিবরণ তিনি যেভাবে পুলিশকে বিস্তারিতভাবে বলেছেন পুলিশসহ রাকিবের এলাকার চেয়ারম্যান সোহাগ রাকিবের পক্ষপাতিত্ব করে

ভিন্নভাবে মামলাটি লিখান। তিনি আরও বলেন, রাকিবের বড় ভাই দ্বীন ইসলাম এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু পুলিশ ও চেয়ারম্যান সোহাগ এ বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

এরপর পুলিশ সদস্যরা লাশটি ময়না তদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ময়না তদন্ত শেষ হলে সোনিয়ার লাশ আবীর পাড়া গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গ্রামের করব স্থানে লাশ দাফন করা হয়।

মিনু বেগম (৩৭), সোনিয়ার মা

মিনু বেগম অধিকারকে বলেন, বিয়ের দুইদিন পর থেকেই রাকিব সোনিয়াকে যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করছিল। প্রতিবেশির মাধ্যমে জানতে পেরে সোনিয়ার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেন। তারপর ঘর তোলার জন্য রাকিবকে ৩৬,০০০ টাকা দেন। এর কিছুদিন পর রাকিব পুনরায় খাট বানানোর জন্য ১৫,০০০ টাকা চাইলে তিনি ১০,০০০ হাজার টাকা দেন। রাকিব এরপরও আরো ৫০০০ টাকা চাইলে তিনি গত ৩০ জুন ২০১১ তারিখে ২০০০ টাকা দেন বলে জানান । ৬ অগাস্ট ২০১১ তারিখে ইফতারের আগেও মিনু বেগম সোনিয়ার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেছেন বলে জানান।

ইফতারের পর রাকিবের বড় ভাই দ্বীন ইসলামের ফোন পেয়ে তিনিসহ সোনিয়ার বাবা এবং চাচাতো ভাই রাকিবের বাড়িতে রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় যেয়ে পৌঁছান । সেখানে রাকিবের পরিবারের লোকজনের কাছে জানতে পারেন ঘরের ভেতর সোনিয়া গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সোনিয়া গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এ বিষয়টা দ্বীন ইসলাম কিভাবে জানতে পারল তিনি একথা জিজ্ঞাসা করলে দ্বীন ইসলাম তাঁকে জানায় ঘরে যেয়ে সে দেখে সোনিয়া গলায় ফাঁস দেয়া এবং সে নিজে লাশ নামিয়েছে বলেও তাঁকে জানায়। এছাড়া তখন ঘরের দরজা খোলা ছিল বলে দ্বীন ইসলাম তাঁকে জানায়। দরজা খোলা রেখে সোনিয়া কিভাবে আত্মহত্যা করলো এ কথা জিজ্ঞাসা করলে দ্বীন ইসলাম তাঁকে গালাগালি করতে থাকে।

মিনু বেগম আরোও বলেন, সোনিয়া সাধারণভাবে চোখবন্ধ অবস্থায় শোয়া ছিল, হাত-পা সব স্বাভাবিক ছিল। গলায় থুতনির নিচে দুটি কালোদাগ ছিল। কৌশলে তাকে হত্যা করে আত্মহত্যার কথা রাকিবের পবিরারের লোকজন প্রচার করছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

ডাঃ আবুল খায়ের (৫২), জনপ্রিয় মেডিকেল হল সিরাজদিখান বাজার

ডাঃ আবুল খায়ের অধিকারকে জানান, শেখ হালেম তাঁর পাশের বাড়িতে থাকে। সোনিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে ডাঃ আবুল খায়ের পরদিন থানায় যান এবং দেখেন লাশের থুতনির নিচে গলায় দুটো কালো দাগ। ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যার কোন আলামত তিনি দেখতে পাননি বলে জানান।

দ্বীন ইসলাম (২৫), অভিযুক্ত রাকিবে বড় ভাই

দ্বীন ইসলাম অধিকারকে বলেন, মাছ ধরে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখেন সোনিয়া ও রাকিব কথা বলছে । এক সময় ঘরে যেয়ে দেখেন রাকিব ঘরে নেই সোনিয়া খাটে মৃত অবস্থায় শুয়ে আছে। তারপর সোনিয়ার মাকে ফোন করেন আসার জন্য। আশে পাশের সবাইকে ডাকেন এবং সাবেক ইউপি সদস্য বিল্লাল হোসেনকে জানান।

মেহেরুননেছা, মহিলা ইউপি সদস্য, আবীর পাড়া গ্রাম

মেহেরুননেছা অধিকারকে বলেন, শেখ হালেমের মেয়ে সোনিয়ার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি থানায় যান এবং ওসির সঙ্গে কথা বলেন। ওসি বিস্তারিত শুনে পরদিন সকালে তদন্ত করতে যাবেন বলে জানান। পরদিন ৭ অগাস্ট ২০১১ সকাল ১০.০০ টায় সোনিয়ার বাবা মা, প্রতিবেশি, আত্মীয়, এসআই শফিকুল ইসলাম এবং ওসি মাহবুবুর রহমানসহ রাকিবের বাড়িতে যান। দেখতে পান সোনিয়াকে খাটে শোয়ানো আছে। রাকিব ঘটনাস্থলে ছিলনা। সে পলাতক ছিল। পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তেরি করে লাশ সিরাজদিখান থানায় নিয়ে যায়। মামলা হওয়ার পর মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

এসআই শফিকুল ইসলাম, মামলার তদন্তাকারী কর্মকর্তা, সিরাজদিখান

এসআই শফিকুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, সোনিয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনে ৭ অগাস্ট ২০১১ সকাল ১০টায় তদন্তের জন্য রাকিবের বাড়ি যান এবং সোনিয়ার লাশ খাটে শোয়ানো অবস্থায় কাঁথা দিয়ে ঢাকা দেখেন। তখন রাকিবকে পাওয়া যায়নি। লাশের সুরতহাল রির্পোট ও লাশ নিয়ে সিরাজদিখান থানায় আসেন। সোনিয়ার বাবা শেখ হালেম বাদী হয়ে ৭ অগাস্ট ২০১১ তারিখে সিরাজদিখান থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার নংঃ ৯, তারিখঃ ৭.৮.১১ ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ (সংশোধনী) ২০০৩ এর ১১(ক)।

ডাঃ এহসানুল করিম, আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা, সদর হাসপাতাল, মুন্সীগঞ্জ

ডাঃ এহসানুল করিম অধিকারকে বলেন, ময়না তদন্ত করে সোনিয়ার গলায় আঙ্গুল দিয়ে টিপ দিয়ে চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এ ধরনের নমুনা তিনি পেয়েছেন এবং মাথায় ডান দিকের পাশে একটি আঘাত এর চিহ্ন রয়েছে। ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করার কোন নমুনা পাননি বলে জানান।

অধিকারের বক্তব্য

অধিকার সরকারের কাছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আদালতের মাধ্যমে যৌতুক নিরোধ আইন এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং নারী নির্যাতনের ঘটনাসমূহের সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহনের দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-